নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ২ ডিসেম্বর, ২০২৪, সোমবার, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

'শীতের রোগ বালাই এবং তার প্রতিকার'
ডাঃ গৌতম সাহা—৪ পাতা
'শীতকালীন চোখের সমস্যা এবং প্রতিকার'
ডাঃ দিব্যেন্দু রায়— ৪ পাতা
'এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় রাহুর দশা'
তাপস সামন্ত — ৫ পাতা

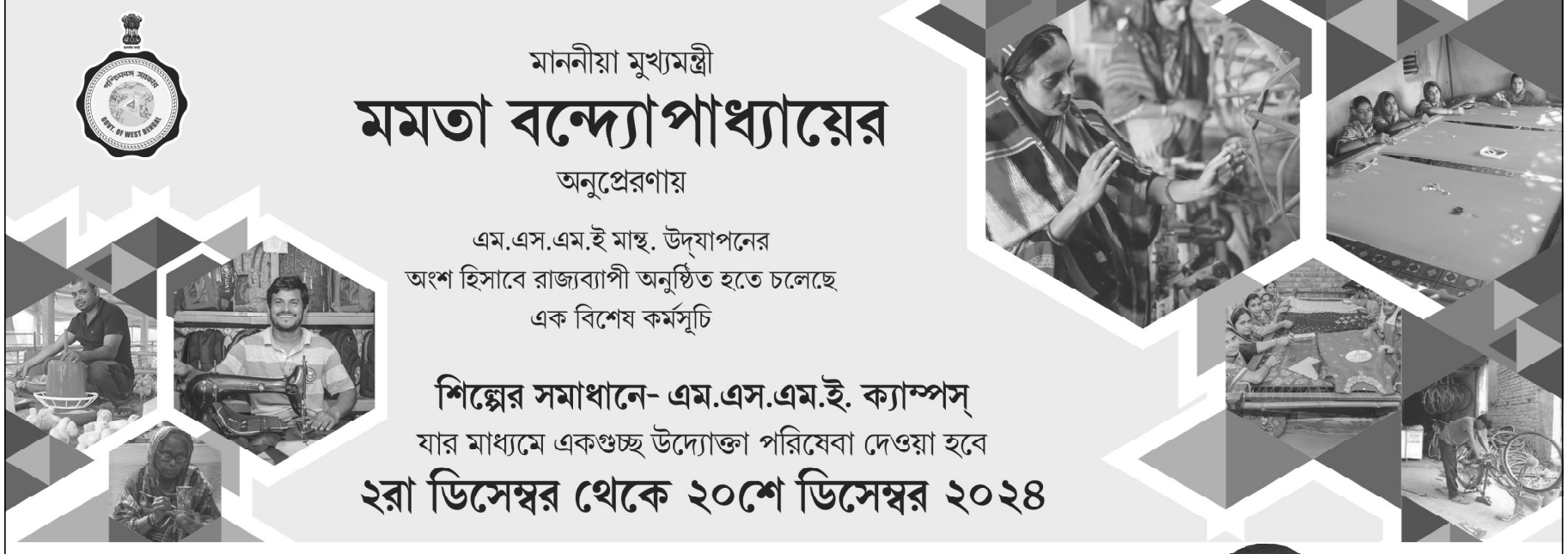

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুপ্রেরণায়

এম.এস.এম.ই মান্থ. উদ্‌যাপনের
অংশ হিসাবে রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে
এক বিশেষ কর্মসূচি

শিল্পের সমাধানে- এম.এস.এম.ই. ক্যাম্পস্

যার মাধ্যমে একগুচ্ছ উদ্যোক্তা পরিষেবা দেওয়া হবে

২রা ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর ২০২৪

রাজ্যজুড়ে সমস্ত ব্লকে, মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে ৬ দিনের ক্যাম্প

অংশগ্রহণকারী দপ্তর: এম.এস.এম.ই. ও টেক্সটাইল; খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন ; কৃষি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন; সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা; অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ; উচ্চশিক্ষা এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

কী পরিষেবা পাওয়া যাবে

এম.এস.এম.ই. ও টেক্সটাইল

- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ; নথি জমা দেওয়া এবং পুরোনো আবেদনের অনুমোদনে সাহায্য
- রাজ্য পোর্টালে কারিগর এবং তাঁতিদের তালিকাভুক্তীকরণ
- উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, জেম পোর্টালে অনবোর্ডিং এবং প্যান কার্ডের আবেদন
- নিম্নলিখিত প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ :
  - ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিসানস ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম
  - ডেথ বেনিফিট স্কিম ফর আর্টিসানস এন্ড উইভার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
  - ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এন্ড খাদি উইভার্স ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম
- ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগের বিলম্বিত অর্থপ্রদানের সমস্যার সমাধান
- ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগের জন্য ফাইন্যান্স ক্লিনিক

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

- মেয়াদি ঋণ (টার্ম লোন)-এর জন্য আবেদন জমা
- ক্ষুদ্রঋণ
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সুযোগগ্রহণের জন্য নিবন্ধন

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ

- সমস্ত বিভাগে ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ, মহিলাসমৃদ্ধি যোজনার জন্য মেয়াদি ঋণের আবেদন
- কর্মসংস্থানের সহায়তা-সহ স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আবেদনপত্র

খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন

- এম.আই.ডি.এইচ. প্রকল্প; আর.কে.ভি.ওয়াই. প্রকল্প; উদ্যানপালনের রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ভর্তুকি প্রকল্প ২০২১

কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

- শিল্পমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং রোজগার সেবা পোর্টালের অধীনে শিল্পোদ্যোগের নিবন্ধন
- শিল্পোদ্যোগ থেকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইচ্ছাপত্র গ্রহণ

উচ্চ শিক্ষা

- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড—নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ/আবেদন করা হয়েছে এমন আবেদনকারীদের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

- আনন্দধারার অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্কেজ

কৃষি

- কৃষি-উদ্যোক্তা, কৃষক, উৎপাদক সংস্থা, স্বসহায়ক গোষ্ঠী ইত্যাদির জন্য কৃষি অবকাঠামো তহবিলের (এআইএফ) নিবন্ধন
- এআইএফ প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ব্যাঙ্ক অনুমোদনের সুবিধা

জেলাস্তরের অনুষ্ঠান: জেলাপর্যায়ের কর্মশালা/সচেতনতা/বিদ্যুৎ, জমি, দূষণ, অগ্নিসুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আটকে থাকা আবেদনের নিষ্পত্তি

উদ্যোক্তা এবং যোগ্য আবেদনকারীদের অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ জানতে নিকটস্থ ব্লক অফিস/পৌরসভা/পৌরনিগম/জেলা শিল্পকেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 460(6)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 01.12.2024

নতুন চিঠি

২ ডিসেম্বর, ২০২৪

সঠিক অবস্থান

জুলাই মাসে কোটা সংস্কার নিয়ে বাংলাদেশে উত্তাল ছাত্র-আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় সেখ হানির আওয়ামি লিগ সরকার। ফলে দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের চাপে ৫ আগস্ট হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, গৃহবন্দি বি.এন.পি নেত্রী খালেদা জিয়া মুক্ত পান। কিন্তু প্রতিবেশী দেশটিতে শান্তি ফেরেনি। ওই দেশের মৌলবাদী শক্তি সক্রিয় হয়েছে, সংখ্যালঘুদের উপসনাস্থলের ওপর আক্রমণ বেড়েছে। এই উত্তেজনার আবহে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে ভারতের জাতীয় পতাকার অমর্যাদা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর যখন বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত' বলে বিবৃতি দিচ্ছেন তখন ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ভারতের 'দ্বিচারিতা' নিয়ে পাল্টা বিবৃতি দিচ্ছেন। অর্থাৎ উত্তেজনা দু'দিশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর অভিঘাত ফেলতে শুরু করেছে।

এটা ভুললে চলবে না বাংলাদেশ একটি আলাদা দেশ এবং সে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সে দেশের মানুষকেই মেটাতে হবে। সোস্যাল মিডিয়ার যে পরিকল্পিত অপপ্রচার চলছে সেটাই একমাত্র বাস্তব ভাবলে ভুল হবে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বিষ আবহে বাংলাদেশে শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ঘটেনি, উদারবাদী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষরাও আক্রান্ত হয়েছেন, চট্টগ্রামে খুন হয়েছেন সাইফুল ইসলাম, যেমন এদেশে হয়েছেন গৌরী লঙ্কেশ, গোবিন্দ পানসারে। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতৃত্ব সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষায় প্রতিবাদ-মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ''নতুন বাংলাদেশ গড়তে গেলে সবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।'' সিপিবি-র সভাপতি মহম্মত শাহ আলম দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন যে, বিভেদকামী শক্তিকে লাগাম পরাতে না পারলে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিফলে যাবে'।

অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদেশে যারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামছে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। বুঝতে হবে, সংখ্যালঘুদের ওপর আঘাত আসলে মানবাধিকারের ওপর আঘাত আর এক দেশে যারা সংখ্যাগুরু অন্যদেশে তারাই সংখ্যালঘু হতে পারে। তাই সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদ অন্যদেশে স্বসম্প্রদায়ের মানুষকেই বিপন্ন করে। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম যথার্থই বলেছেন, ''দেশ মানে মানচিত্র নয়, মিলনধর্মী সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ দেশবাসী।'' তাই প্রত্যেকে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য দেশের ব্যাপারে কম মাথা ঘামিয়ে নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। বাংলাদেশী রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ করলে জাতীয় পতাকার অবমাননা বন্ধ করা যাবে না। সেই রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিলে তারা এবং তাদের পরিজনরাই ভারতীয় জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে।

দূষণের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৭ নভেম্বর : দুর্গাপুর শিল্পনগরীর বায়ু ও শব্দ দূষণ অতীতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবার দাবি জানালো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তিনটি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও দুটি বিজ্ঞান সভার প্রতিনিধি দল। স্থানীয় পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ-এর কাছে দশ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি প্রদান করেন। দুর্গাপুরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যালয়ে ঘন্টাখানেকের সভা হয়। প্রযুক্তিবিদ জানান যে সংশ্লিষ্ট প্রায় চল্লিশটি শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি ও মহকুমা-প্রশাসন, এডিডিএ, ডিএম সি কর্তৃপক্ষ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রাজ্য স্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২৯ নভেম্বর একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা ডাকা হয়েছে। বিজ্ঞানমঞ্চের সঙ্গে ৩০ মে-র স্মারকলিপির ভিত্তিতে যে দ্বিপাক্ষিক সভা হয়, তার ভিত্তিতে তিনটি কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পরে একটি কারখানা বিধিসম্মত ভাবে চালানোর শর্তে আবার উৎপাদন শুরু হয়েছে। খড়ি নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্লাস্টিক ও শব্দ দূষণ, বিশেষতঃ ডিজে বাজানো ও শব্দ বাজি বন্ধ করতে পরবর্তী সভায় আলোচনা হবে।

ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিজ্ঞান কেন্দ্র (দুর্গাপুর) আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান কেন্দ্র (দুর্গাপুর) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান কেন্দ্র (কাঁকসা), এন আই টি (ডি ইউ) বিজ্ঞান সভা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান সভার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।

প্রথম সবাক বাংলা ছবি নির্মাতার মূর্তি স্থাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ নভেম্বর : প্রথম সবাক বাংলা ছবি নির্মাতা কালনার দেবকী বসুর মূর্তির উদ্বোধন করা হয় অকালপৌষ গ্রামে। কালনা মহকুমার মন্তেশ্বরের কাইগ্রামে পৈত্রিক বাড়ি হলেও কালনা-২ নম্বর ব্লকের এই গ্রামে ছিল তাঁর মামার বাড়ি। এই মামার বাড়িতেই তাঁর জন্ম হয় ১৮৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর। দেবকী বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে এদিন মূর্তি উন্মোচন করেন তাঁর পৌত্র দেবাশীষ বসু। উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা শুভাশিস মুখার্জী, চিত্রপরিচালক রঞ্জন ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন এই উপলক্ষে রোড-শো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পিডিজি স্মরণের প্রয়োজন আছে

বিশ্বম্ভর মণ্ডল

পিডিজি তথা প্রমোদ দাশগুপ্ত-কে স্মরণের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে কিনা বুঝিতে পারিতেছি না! ২৯ নভেম্বর তাঁর প্রয়াণ দিনেও কোথাও একট লাইন লেখা হলো না! অথচ দল সরকারে থাকা বা না থাকা অবস্থায় কী ভাবে লড়াই-আন্দোলন করতে হয়, কী ভাবে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে, শাসক ও পুলিশের প্রতিনিয়ত আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রচারের আলোর বাইরে থেকেও শুধুমাত্র মানুষের সাথে জীবন্ত যোগাযোগের শক্তিতে শক্তিশালী দল গড়ে তোলা সম্ভব তা বুঝতে গেলে পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার সাথে নিজেদের পরিচয় তৈরি করাটা একটা জরুরি ও প্রাথমিক কাজ। প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্টদের লড়াই, সংগ্রামের কথা, ত্যাগের কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব হিসাবে তাঁদের ভূমিকার কোন কথাই নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা থেকে যাওয়াটা কাজের কথা হতে পারে না। এই প্রেক্ষাপট থেকেই আমার বিশ্বাস বছরে অন্তত দুটো দিনে (জন্ম ও প্রয়াণ) প্রবাদপ্রতিম মানুষগুলোকে নিয়ে দু-চার কথা নবীন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা দরকার।

তাঁর জন্ম ১৯১০ সালের ১৩ জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। স্কুলে পড়তে পড়তেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবার অপরাধে ১৯৩১ সালে পুলিশের হাতে প্রথম ধরা পড়েন। ইংরেজের পুলিশ বিনা বিচারে ৬ বছর জেলে আটকে রাখে। জেলে বসেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় মার্কসবাদী দর্শন ও অর্থনীতির সঙ্গে। জেল থেকে বেরিয়ে মুজফ্‌ফর আহমেদের সাথে যোগাযোগ করেন ও ওনার পরামর্শ মতো ডক শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হন। ১৯৩৮ সালের ১ মে তাঁকে দলের সদস্য করা হয়। এর পর আরো নিবিড়ভাবে মানুষের দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকেন ও পাশাপাশি কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত করার কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে যুক্ত করতে শুরু করে দেন।

১৯৪১-৪২ সালে তাঁকে হিজলী কারাগারে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়। ১৯৪২ সালের শেষে জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে তাঁকে পার্টির 'পিপলস ওয়ার', 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি পত্রিকার ব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত করা হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁকে ম্যানেজার ও সোমনাথ লাহিড়ীকে সম্পাদক করে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু হয়।

এবারে উল্লেখ করব স্বাধীন ভারতে তাঁর সংগ্রামের ও অবদানের কথা। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়ে যাওয়ায় শুরু হয়ে যায় আত্মগোপন করে পার্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জীবন। ১৯৫০ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৫১ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। সেই সময়ে জ্যোতি বসুর সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছিল। তিনি পত্রিকায় সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৬০ সালে তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভেঙে যাবার সময় থেকে আমৃত্যু একই সাথে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে সরকারের নীতি নির্ধারণের জন্যে বামফ্রন্ট কমিটি তৈরি করা হয় ও তাঁকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সর্বভারতীয় স্তরের ও সর্বজনের পরিচিত কয়েকজন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কী ধারণা পোষণ করতেন পিডিজি সম্পর্কে তা উল্লেখ করছি। প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টি মহলে পিডিজি নামেই পরিচিত ছিলেন। পি সুন্দরাইয়ার মতে 'পার্টির ও ক্যাডারদের বিভিন্ন জেলার প্রতিটি সাংগঠনিক খুঁটিনাটি এবং পশ্চিমবাংলার সকল রাজনৈতিক দলের নাড়ি নক্ষত্রের ওপর তাঁর অগাধ দখল'

(১, পৃ-২১) ছিল। জ্যোতি বসুর মতে 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ওপর দখল না থাকলে সুদক্ষ পার্টি সংগঠক হওয়া যায় না। তাঁর এটা ছিল বলেই তিনি সুদক্ষ সংগঠক হতে পেরেছিলেন। তিনি চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্যই শুধু অধ্যয়ন করতেন না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দৈনন্দিন বিকাশ সম্পর্কেও যথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল ছিলেন।' (১, পৃ-২৫) বি টি রণদিভের মতে ''পার্টিই ছিল যাঁর ধ্যান, জ্ঞান, যিনি পার্টির জন্য কাজ করেছেন, পার্টির জন্যই জীবনধারণ করেছেন, সমস্ত কাজের মধ্যে পার্টি চেতনা ছিল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। পার্টিকে দূরে রেখে রাজনৈতিক কার্যাবলী বা রাজনৈতিক জীবন তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন।'' (১, পৃ-২৭) হরকিষেণ সিং সুরজিতের মতে, ''একচেটিয়া পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি সবসময় তাঁকে দেখাতে চেয়েছে একজন কঠোরপন্থী হিসাবে যাঁর সঙ্গে একত্রে কিছু করা কঠিন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো যে, পার্টির নীতি ও দৃষ্টিকোণ অনুসারেই তিনি সবসময় কাজ করতেন এবং এসব নির্ধারণে তাঁর নিজস্ব অবদান থাকতো। এবং যাঁরাই তাঁর সংস্রবে এসেছেন তাঁরা এই নিশ্চিত ধারণা নিয়ে ফিরেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। নীতিগত প্রশ্নে তিনি কখনও নড়তেন না। কিন্তু বাস্তব কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি খুবই নমনীয় ছিলেন।'' (১, পৃ-৩৮) সরোজ মুখার্জী বলেছেন, ''প্রমোদবাবু কোন বিষয়ে নিজের একটা ধারণা বা মতকে সঠিক মনে করলেও তা যদি সমষ্টিগত ভাবে গৃহীত বা স্বীকৃত না হয়, তাহলে সব সময়ই প্রকৃত কমিউনিস্টসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়ে বাস্তবে তাকে রূপায়িত করতে কখনও পিছপা হননি।'' (১, পৃ-৪৭)

অনেক বাঁক ও মোড় পেরিয়ে, অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে যাদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছিল বিশাল পার্টি তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান। তিনি পার্টি কমিউনে থাকতেন। অবিবাহিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল তাঁর পরিবার। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর আর কৃচ্ছ্রসাধনের জীবনযাপনের আদর্শ নিয়ে যারা কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন তিনি সেই ঘরানার ছিলেন। পার্টির জন্য নিজের জীবনটাকেই উৎসর্গ করে জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এক লহমায় ত্যাগ করে যারা কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন—তিনি ছিলেন সেই ঘরানার মশাল বাহকদের অন্যতম।

তিনি বুঝতেন কখন এগোতে হয়, কখন সংগঠিত ভাবে পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা কখন এলাকায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, কখন সশস্ত্র রাষ্ট্র শক্তির হাত থেকে দলের কর্মীদের রক্ষা করার জন্যে তাদের বাসস্থানের এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে—এইসব বিষয়ে তাঁর সময় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল সংগঠনকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করানো। দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে মতবিরোধ হলেও তিনি দলীয় লাইন ও শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দিতেন। পার্টি শৃঙ্খলাকে তিনি কঠোরভাবে মেনে চলার পক্ষে ছিলেন। তিনি সবসময় মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং পার্টি সদস্যদের শিক্ষার উপর জোর দিতেন। তিনি ব্রিটিশ আমল ও কংগ্রেস আমলে জেলে থেকেছেন প্রায় ১৩ বছর এবং আত্মগোপন অবস্থায় থেকে কাজ করেছেন ৫ বছর।

পার্টির গুরু দায়িত্বের কথা পার্টি কর্মীদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ''শ্রেণিগত ভিত্তি ও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্যান্যদের নীতি ও আদর্শের পার্থক্য না দেখিয়ে দিলে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক পথের সঠিকতা প্রতিবার জোর দিয়ে না বললে, শ্রমিকশ্রেণিকে শিক্ষিত করে তোলা যায় না, বামপন্থীরা বিপ্লবী যোদ্ধায় পরিণত হতে পারে না। দেশে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক না কেন, আর সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পার্টিকে যে কোনো ধরনের রণকৌশলই গ্রহণ করতে হোক না কেন, পার্টিকে তার শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক এবং সজাগ থাকতে হবে। আর এখানেই পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকা ও স্বতন্ত্র কর্মতৎপরতার গুরুত্ব। পার্টির এই গুরু দায়িত্বের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না।''[২]

বিশ্বজুড়েই মুষ্টিমেয় মানুষ সম্পদশালী হচ্ছে, আর আমজনতা নিঃস্ব হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শাসকের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সংগ্রামী আন্দোলনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। চিরকাল শোষক শ্রেণি বাঁচবার জন্য স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক পথকে বেছে নেয়। এই প্রসঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত লিখেছেন, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক শক্তির কার্যকলাপের ধারা ভিন্ন হলেও এদের লক্ষ্য কিন্তু এক। তা হলো, সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত হানা, এই আন্দোলন দুর্বল করা। এমন পরিস্থিতিকে মানুষের স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে লাগাবার মত যোগ্য হয়ে উঠতে হবে বামপন্থীদের। আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি গঠন ও তার বিপুল জনসমর্থন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রমোদ দাশগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে তিনি পার্টিকে গড়ে তুলেছেন, সেই আদর্শকে রক্ষা করাই আজকে প্রধান কাজ। ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি প্রয়াত হন, কিন্তু রেখে যান তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা, অবদান, আদর্শ ও সাংগঠনিক বোধ— যা স্মরণ করা ও অনুসরণের উদ্যোগ নেওয়া বড় প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ঃ

১) প্রমোদ দাশগুপ্ত নির্বাচিত রচনা সংকলন, এন বি এ, কোলকাতা, আগস্ট, ২০১০

২) মুজফফর হোসেন, কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ও তার কর্মকাণ্ড, খুলনা গেজেট, (www.khulnagazette.com), জুলাই ১৯, ২০২১

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ২ ডিসেম্বর, ২০২৪, সোমবার, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে এরিয়া সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম)-এর সাংগঠনিক সম্মেলনগুলি চলছে। আন্দোলন সংগ্রামের পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে সম্মেলনগুলি সম্পন্ন হচ্ছে। কাটোয়া-১ এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন সুদপুর অঞ্চলের নসিপুর গ্রামে ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন সুদীপ্ত বাগচি। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অঞ্জন চ্যাটার্জী ও রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক দেবকুমার মণ্ডল। সম্মেলন থেকে ১৭ জনের নতুন কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন গৌতম ব্যানার্জী।

গলসী-১ এরিয়া কমিটির সম্মেলন মানকর গীতাঞ্জলী লজ-এ ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পূর্বে মানকর হাটতলা থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল সম্মেলনস্থলে আসে। উদ্বোধন সঙ্গীত পেশ করেন ঈশা ভৌমিক। উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আখতার হোসেন। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন সাইদুল হক ও মণিমালা দাস প্রমুখ নেতবৃন্দ। সম্মেলন থেকে ১৭ জনের কমিটি ও হারাধান ঘোষ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন।

কাটোয়া-২ এরিয়া কমিটির সম্মেলন অগ্রদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ্ত বাগচী। সম্মেলনে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক ও জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সম্মেলন থেকে ১৩ জনের নতুন কমিটির অনিন্দ্য মণ্ডল সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন। পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির সম্মেলন পূর্বস্থলীতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ্ত বাগচী। পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য পেশ করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অঞ্জু কর ও জেলার নেতা সুকুল শিকদার। সম্মেলন থেকে ২১ জনের নতুন কমিটির সম্পাদক হিসেবে বিন কাশিম সেখ পুনর্নির্বাচিত হন।

১ ডিসেম্বর সিপিআই(এম) কাটোয়া শহর এরিয়া কমিটির ৩য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ্ত বাগচী। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য অঞ্জন চ্যাটার্জি। পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা করেন রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক। ১৯ জনের এরিয়া কমিটি, সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হয়। সম্পাদক হিসাবে প্রকাশ সরকার পুনঃনির্বাচিত হন।

সীতারাম ইয়েচুরি ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাদা, ২৮ নভেম্বর : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সিপিআইএম দলের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রথমে দুই প্রাক্তন নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পলিটব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র সমেত জেলা নেতৃত্ব ও বিভিন্ন গণসংঠনের নেতৃবৃন্দ। দুই প্রয়াত নেতার স্মরণে পৃথকভাবে শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত করেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন এবং তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে নীরবতা পালন করা হয়। স্মরণ অনুষ্ঠানে প্রয়াত দুই নেতার প্রতিভা, ত্যাগ ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেন, কৃষিতে যখন স্থিতাবস্থা এসে পড়ে তখন শিল্পবিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও রাজ্যের উন্নতির যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ইতিহাস তা ভুলতে দেবে না এবং শত অপপ্রচার সত্ত্বেও তার গুরুত্ব উত্তরোত্তর উপলব্ধি করবে রাজ্যবাসী। সীতারাম ইয়েচুরি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী সীতারাম পার্টির মতাদর্শগত দলিল নির্মাণে ও দেশের সাংবিধানিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে একত্রিত করার কাজে প্রাণপাত করেছেন। প্রয়াত এই দুই নেতাকে স্মরণ করা তখনই সার্থক হবে যখন তাঁদের দেখানো পথে আমরা রাজনৈতিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব। এদিন সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।

জন্মদিনে দৃষ্টিহীন যুবকের স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ ডিসেম্বর : একজন জন্মান্ধ যুবক তাঁর জন্মদিনে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন কালনা হাসপাতালে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ এই সুমন বৈদ্যের বাড়ি কালনা থানার সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লী গ্রামে। সুমনের কথায় জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিকী খুবই আনন্দের দিন। এই দিনগুলি সেলিব্রেট করার সময় অন্য কারো যদি জীবনে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহলে তার থেকে আনন্দের আর কিছু নেই। সেই ভাবনা থেকেই আমার জন্মদিনে রক্তদান করে অন্য কারো জীবনে হাসি ফোটাতে চেয়েছি। সুমনের এই ভাবনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাব মেজর নরেশ কুমার দাস সহ অনেকেই। নরেশবাবু বিশ্বকবির কবিতার দুটি লাইন তুলে ধরেন— 'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ—/ তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান।'

জন্ম থেকেই সুমন বৈদ্যরা তিন ভাই অন্ধ। সুমন বৈদ্য পড়াশোনা করে সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মতো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই উদ্যোগ অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ নভেম্বর : সহায়ক মূল্যে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে ধান কেনা সহ বিভিন্ন দাবিতে কালনা-১ বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, যে সব গরিব মানুষরা ঘর পাননি তাদের ঘর দিতে হবে। পাশাপাশি ধনী পরিবারগুলির নাম আবাসন প্রকল্পের তালিকা থেকে বাদ। খেতমজুরদের ২৬০ টাকা সহ ২ কেজি চাল অথবা ৩২০ টাকা নগদ মজুরি, ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ চালু করে ৬০০ টাকা মজুরি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ—এই সমস্ত দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা মান্নান শেখ, সৌরভ চ্যাটার্জী, শ্যামল পাল, আতাবুল শেখ প্রমুখ। অন্যদিকে আলিম শেখ ও নির্মল সিংহরায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি কালনা-১ বিডিও-র হাতে তুলে দেন।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পূর্ব বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্রীতি সম্মেলন।

শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতিতে এক্স-রে পরিষেবা চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ডিসেম্বর, বর্ধমান : শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে প্রথিতযশা শিক্ষক চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি-কে জীবনকৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং অরূপ ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে এক্স-রে বিভাগের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডাঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক সম্বরণ প্রামানিক। বক্তব্য রাখেন অছি পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ সুর। স্মারক প্রদান করেন অধ্যাপক অরবিন্দ দাশ, স্বাস্থ্য ও মানুষ পত্রিকার একটি সংখ্যা তাঁর হাতে তুলে দেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী এবং তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন সংস্থার সভাপতি ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল। অধ্যাপক ডাঃ মাইতি তাঁর বক্তব্যে বর্ধমান শহরের ও শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সাথে তার দীর্ঘ সম্পর্কের কথা জানান। স্বাস্থ্য ও মানুষ পত্রিকা, স্বাস্থ্য মেলা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। অরূপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ডাঃ মৃণালকান্তি ঘোষ বলেন সেবাসমিতিতে এক্স-রে পরিষেবা চালু প্রান্তিক জনগণের কাজে লাগবে। শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতিতে আগামী দিনে সুলভে ডিজিট্যাল এক্স-রে পরিষেবা পাওয়া যাবে। সভাপতি আগামী দিনে সেবা সমিতির উন্নয়নে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বিকল্প কপি চাষেও লোকসান কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ নভেম্বর : চাহিদার থেকে অতিরিক্ত ফুলকপি উৎপাদন হওয়ায় পূর্বস্থলীর কপি এখন জলের দামের বিকোচ্ছে। এমনকি বিক্রি না হওয়ায় কপি বাজার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে গরুকে খাওয়াতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে চিরাচরিত ধান পাট আলুর মতো ফসলের চাষ কমিয়ে দিয়ে বিকল্প চাষের দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা। কিন্তু এবছর বিকল্প ফসল কপি চাষেও লোকসান খেতে হচ্ছে কৃষকদের। বিশেষজ্ঞদের মতে অধিক উৎপাদনই এই লোকসানের কারণ। ভাগীরথী, বেহুলা, খড়ি, গুড়জোয়ানী, নিলেচকা, বাঁকা, গঙ্গুর প্রভৃতি বিভিন্ন নদী বয়ে গেছে এই মহকুমার পাঁচ ব্লকের উপর দিয়ে। ফলে নদীবিধৌত উর্বর মাটিযুক্ত পাঁচ ব্লকেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় পূর্বকাল থেকেই। ধান, আলু, পাটই এখানকার প্রধান ফসল হিসাবে চাষ হয়। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নে এই প্রধান ফসলগুলির উৎপাদন উদ্বৃতের স্থানে পৌঁছে যাওয়ায় কৃষকদের এই ফসল উৎপাদন করে লোকসান হতে শুরু করে। এই অবস্থায় বিগত বামফ্রন্ট সরকার বিকল্প কৃষির স্লোগান তোলে। কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হয়, চিরাচরিত ফসলের চাষ কমিয়ে বিকল্প চাষ করার। তারপর থেকে বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে পূর্বস্থলী-২ ব্লক এগিয়ে যায়। এই ব্লকের কালেখাতলা ও পারুলিয়ায় দুটি সবজির পাইকারি বাজার আছে। এখানকার ট্রাক ট্রাক সবজি প্রতিদিন চলে যাচ্ছে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু এই মরশুমে কপির চাহিদা থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ায় জলের দামে বিকোচ্ছে। ১৫-২০ টাকার কপি এখন তিন থেকে পাঁচ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এমনকি সব কপি বিক্রি না হওয়ায় কৃষকরা বাজার থেকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে গরুকে খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে কৃষকরা চরম লোকসানের মুখে পড়েছেন।

শীতের রোগ বালাই এবং তার প্রতিকার

ডাঃ গৌতম সাহা

বলতে নেই, এ বছরের শীতের শুরুটা সমীরের নির্বিঘ্নেই কেটেছে। গত বছর যা হয়েছিল! ডাক্তার হয়েও নিজেকে সামলাতে পারেনি। ভীষণ শ্বাসকষ্ট নিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়েছিল।

সমীর এমনিতে ঘরকুনো। মোটেই বাইরে বেরোতে চায় না। কোভিডের আগে পাড়ারই বড় রাস্তার ওপরে চেম্বার ছিল। বাড়ির কাছেই। হেঁটেই যাওয়া যায়। দু-বেলা ওইটুকুই হাঁটা হত। বাজার করতে হলে স্কুটার নিয়ে বেরোত। এখন বাড়িতেই দু-বেলা রোগী দেখে। করোনাকাল থেকে বাজার করে দেওয়ার জন্য 'বাজার সরকার' আছে।

ষাট হতে আর মাত্র বছর দুয়েক বাকি। এর মধ্যেই বংশধারা বজায় রেখে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, হাই প্রেশার—এই দুটো বালাই পেয়েছে সে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা, 'থাইরয়েড' আর নিয়ার ওবেসিটি। মানে হাইটের তুলনায় বেশি ওজন।

—তুমি তো একটু হাঁটাহাটি করতে পারো!

স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী মালবিকা প্রায়ই বলে। কিন্তু সমীরের ধারাবাহিকতার অভাব ও আলসেমি।

—নাহ্, এবার হাঁটতে হবে। ওজন বেড়ে যাচ্ছে।

শুরু হয় নবোদ্যমে মর্নিং ওয়াক।

তাই বলে ঠিক দুগ্গাপুজোর মুখেই! হাফ হাতা জামা পরে ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ক-দিন এক ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করে। তারপরেই পড়ে অসুখে। হিমেল হাওয়া বুকে লেগে নিউমোনিয়া। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা! সাকুল্যে দিন কুড়ি লাগে ফিট হতে। বুকে সর্দি বসে যা-তা কাণ্ড।

এ বছর খুব সাবধানে থেকে শীতের শুরুটা পার করেছে। স্টেরয়েড নেজাল স্প্রে, ইনহেলার, অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ট্যাবলেট—সব ঘড়ি ধরে ধরে নিয়ে, খেয়ে ভালোই আছে।

গত বছর নার্সিংহোমে থাকতেই চেস্ট ফিজিওথেরাপিস্ট এসে এসে বুক থেকে দলা দলা জমা-কফ বার করেছিলেন। মনে পড়লেই খুব খারাপ লাগে ডাক্তার সমীর বসুর।

একটা ঘটনা দিয়েই সাতকাহন শুরু করলাম। এটা 'গল্প হলেও সত্যি'।

শীতের রোগ বালাই যাঁদের হয় তাঁরাই বোঝেন কী কষ্ট! শুরু হয় সিম্পল হাঁচি-সর্দি দিয়ে। তারপর একে একে কাশি-জ্বর-মাথাব্যথা-হাঁপানি চলে আসে।

সিজন চেঞ্জ হলে শরীরে-মনে একটা প্রভাব পড়েই। বেশিটাই পড়ে শ্বসনতন্ত্রের ওপর। অনেকের ঠাণ্ডায় অ্যালার্জি। যাকে বলে কোল্ড অ্যালার্জি। একটু ঠাণ্ডা লাগার উপায় নেই। ঘরেও চটি পরে থাকতে হয়। সকাল ও রাতের দিকটা কান-গলা ঢেকেঢুকে না রাখলে হয় ফ্যারিনজাইটিস নয় ওটাইটিস মিডিয়া। মানে গলায় ঘা ও কান পাকা।

এই সময় বাতাসে দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। যাদের ধোঁয়া-ধুলো-সেন্ট-পারফিউম-বডি ডিওতে অ্যালার্জি তাদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

নাক বুজে যায় সর্দিতে, নাক খুলতে হিমসিম খান ডাক্তার আর বদ্যিতে।

নেজাল ডিকনজেসট্যান্ট দিয়ে নাক খুলতে হয়। নইলে হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে গলা শুকিয়ে কাঠ। সুস্বাদু খাবারের গন্ধ নাকে ঢোকে না। খিদে কমে যায়। গা ম্যাজম্যাজ করলে তো আরোই ভালো লাগে না। নাকের ফুটো খুলতে যে সল্যুশন ব্যবহার করা হয় তা-তে অনেকের 'হ্যাবিট' হয়ে যায়। ফলে রিবাউন্ড কনজেশন হতে থাকে। ওষুধের সাইড এফেক্ট। ফুটো আর খোলে না। তাদের জন্য আছে নর্মাল স্যালাইন ড্রপ। বাচ্চা-বড় সবার জন্যে। শুধু পারসেনটেজের তফাৎ এই যা।

দুপুরে বাচ্চাকে দেখিয়ে নিয়ে গেলেন মা। সর্দি-কাশি-জ্বর। সন্ধেবেলা ফোন।

—ডাক্তারবাবু, ছেলেটা খুব কাশছে। নিয়ে যাব?

আমি বলি—আপনার ঘরে ধূপকাঠি জ্বলছে। ওটা নিভিয়ে দিন। আর ছেলেকে বারান্দায় নিয়ে যান। ফাঁকা জায়গায় ফ্রেশ এয়ার যতোটা পায়।

সামনেই বসেছিলেন এক পেশেন্ট। তিনি তো অবাক।

—ডাক্তারবাবু, আপনি কী করে বুঝলেন যে, ওনাদের ঘরে ধূপ জ্বলছে?

—দেখুন, দুপুরে যে বাচ্চা একটু কাশছিল তার সন্ধেবেলাতেই দুম করে কাশি বেড়ে গেল! এ হল ধূপের ধোঁয়ার এফেক্ট। হিন্দুবাড়িতে সন্ধেবেলা ঘরে ধূপ জ্বলবে এটা-ই স্বাভাবিক।

অনেকের ঘরে মশা মারার কয়েল পোড়ে। তীব্র কটু গন্ধে ও ধোঁয়ায় অনেকের শ্বাসকষ্ট-কাশি হয়। পই পই করে বারণ করি। কিছুতেই সংস্কারের ঊর্ধে উঠতে পারেন না অভিভাবকেরা।

এক বাচ্চার মা তো বলেই দিলেন—আমার শাশুড়ি বলছে, তোমাদের যতো আদিখ্যেতা! ধূপ-ধুনো না দিলে কি সন্ধে দেওয়া হয়!

মনে মনে বলি, কবিগুরু কবে বলে গেছেন—'ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁয়ার / পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার, / স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।। / তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।'

কে শোনে তাঁর কথা!

শীত পড়তে না পড়তেই বাতাসে বিভিন্ন ভাইরাস ঘুরে বেড়াতে থাকে। অ্যাডেনো ইনফ্লুয়েঞ্জা মাম্পস মিজলস চিকেন পক্সের ভ্যারিসেলা ভাইরাসেরা অন্যতম। অসাবধানী-বেপরোয়াদের নাকের জলে, চোখের জলে নাস্তানাবুদ করে। দেহের ইমিউনিটি কমে যায়। ওৎ পেতে-থাকা সুযোগসন্ধানী মানে অপোরচুনিস্টিক ব্যাকটেরিয়ারা আক্রমণে নেমে পড়ে। ছিল ভাইরাল ফিভার বা কমন কোল্ড, হয়ে গেল নিমোনাইটিস। থার্ড-ফোর্থ জেনারেশন হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে অবস্থা সামাল দিতে হয়। বাচ্চা ও বুড়ো মানুষদেরকে আই সি ইউ পর্যন্ত ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে ছা-পোষা মানুষের ঘটিবাটি বেচে।

একটা কথা বেশ চালু, ওষুধ খেলে সাত দিন, না খেলে এক সপ্তাহ। ভাইরাল ফিভার নিয়ে এই উক্তি। কথাটা ফেলে দেওয়ার নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খেটে যায়। তবে, ওই যে বললাম, সুযোগসন্ধানী ব্যাকটেরিয়া। ওদের মারতে তো ওষুধ লাগবেই। প্রথম দু-তিন দিন একটু দেখতে বলা হয়। জ্বর না কমলে তখন রক্ত, ইউরিন ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হয় বৈকি!

তবে, লাখ কথার এক কথা হলো—'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর'।

ঠাণ্ডা পড়েছে। সাবধানের মার নেই। ঠাণ্ডা জলে চান করবেন না। ঈষদুষ্ণ জল আছে কী করতে! খাবেনও অমন জল। আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস, দই? নৈব নৈব চ।

এ তো গেল শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট-কথা। এবার বাতের বাত। ভীষ্মের শরশয্যা ঘরে ঘরে। হাঁটুতে ব্যথা, কোমর জানান দেয়, গোড়ালি, ছোট ছোট জয়েন্ট বিদ্রোহ করে। 'চলছি না, চলব না।' সেঁক-তাপ-হটওয়াটার ব্যাগ—ব্যথার ওষুধ খেয়ে কিছুটা কম পড়ে বটে কিন্তু একেবারে চলে যায় না। যাবার নয়।

একটা বয়সের পরে হাঁটুর বাত মানে অস্টিওআর্থাইটিস প্রায় সকলেরই হয়। ওজন বেশি হলে তো কথাই নেই। ভেতর থেকে যেন রবি ঠাকুর বলেন—'আমার এ দেহখানি তুলে ধরো।'

এই সময় স্কিন ডিজিজ জাঁকিয়ে বসে। এমনিতে চামড়া শুকনো। কারণ, বাতাসের আদ্রতা নেই বললেই চলে। আর 'ড্রাই স্কিন ইচেস মাচ'। গা-হাত-পা চিড়বিড় করে ওঠে। গতরে খড়ি ফোটে। ক-জন আর ময়েস্চারাইজার কিনতে পারেন? তাঁদের ভরসা আদি ও অকৃত্রিম সরষের তেল। স্নানের আগে আচ্ছা করে তেল মেখে রৌদ্র স্নান বা সান বাথ করতে পারলে তো ভালোই।

প্রতিদিন সাবান ঘসার দরকার নেই। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিনই যথেষ্ট। কারণ, ঘাম কম। কেউ কেউ গ্লিসারিন সোপ ইউজ করেন। বা চানের পর গ্লিসারিন জলে মিশিয়ে সারা গায়ে-হাতে-পায়ে মাখেন।

গোড়ালিতে জল ঢেলে পা ধোবেন। শীতে ওই জায়গাটা খুব ফাটে। আর ফাটল দিয়ে জীবাণু ঢুকে ফুট আলসার বানিয়ে ফেলে।

ডায়াবেটিক ফুট আলসার মারাত্মক অসুখ। গ্যাংগ্রিন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। পরিণামে মানুষটাকে বাঁচাতে পা অ্যাম্পুট করতে হতে পারে। গোড়ালিতে জল ঢেলে পদ প্রক্ষালনের নির্দেশ মহাভারতের কবি দিয়েছেন 'নল দময়ন্তী' উপাখ্যানে।

স্কেবিস বা চুলকুনি। বড্ড ছোঁয়াচে রোগ। বাড়িতে একজনের হলে আগুনের মতো গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আঙ্গুলের ফাঁকে, গোপনাঙ্গে, পশ্চাদ্দেশে, বগলে ফুসকুরিরা ফুটে ফুটে বেরোয়। রাতের দিকে বীভৎস চুলকোয়। কারণ, চুলকুনি পোকা ওই সময় বেড়াতে বেরোয় যে!

চুলকে চুলকে নখের ময়লা ইনফেকশন ঘটালে ফুসকুরি ফোঁড়া হতে বেশি দিন লাগে না। যেটা একটুখানি কীটনাশক দিয়ে সামাল দেওয়া যেত সেটা দিতে লাগাতে ও খেতে অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত দিতে হয়।

একটা সময় 'অ্যাসকাবিওল' নামে কীটনাশক অ্যাভেলেবল ছিল। ওর উৎকট গন্ধেই মালুম হত পাশের ব্যক্তির চুলকুনি হয়েছে। কী লজ্জার ব্যাপার!

উনিশশো একাত্তরের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন ন-বছর বয়সের লেখক শরণার্থী হয়ে ভারতে ক-মাস ছিলেন তখন তাঁকেও পেড়ে ফেলেছিল এই স্কেবিস।

ইদানীং ওই কীটনাশকের ফ্লেভার অনেকটা গোলাপের মত হয়েছে। করা হয়েছে। কারণ, ডি ডি টি, পারমেথ্রিনের গন্ধ ভালো হওয়ার কথা নয়। আর সাবধান করে দিই এই বলে যে, ব্যবহারের সময় 'বিষ'টা যেন মুখে ও চোখে না লাগে।

শীতকালীন চোখের সমস্যা এবং প্রতিকার

ডাঃ দিব্যেন্দু রায়

শীত সাধারণত একটি সুন্দর ঋতু কিন্তু শীতকালে কিছু সাধারণ চোখের সমস্যাও নিয়ে আসতে পারে। শুষ্ক, ঠাণ্ডা আবহাওয়া চোখকে প্রভাবিত করে এবং অস্বস্তি, জ্বালা, এমনকি চোখের সংক্রমণের কারণ হয়। শীতকালে চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া এবং ব্যথা হওয়া, ফুলে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়া, দেখার সমস্যা, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা বেড়ে যাওয়া এবং চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

সাধারণত তাপমাত্রা কমে গেলে চোখের ওপর নানা সমস্যার প্রভাব পড়ে, এর কারণ হলো ঠাণ্ডা আবহাওয়া চোখকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সরাসরি ঠাণ্ডা লাগলে, রক্ত সরবরাহ কম হলে এবং চোখের আদ্রতা কমে গেলে চোখের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে চোখের নানারকম শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। শীতকালে চোখের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার কয়েকটি কারণ হল—

- **চোখের আদ্রতা কমে যাওয়া :** শীতকালীন বায়ু শুষ্ক হয়। এটি চোখের আদ্রতা কমিয়ে দেয়। শুষ্কতার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে চোখ থেকে জল নিঃসৃত হয়। আপেক্ষিক আদ্রতা (Humidity) কমে যাওয়ার কারণে এটি ঘটে।
- **সূর্যের সংস্পর্শ :** মানুষ ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে বাঁচতে বেশির ভাগ সময় রোদে কাটায়। অতিরিক্ত রোদের প্রভাবে চোখের ক্ষতি শুধু গরমে না শীতেও হয়। শীতকালে পাহাড়ি অঞ্চলে সূর্য রশ্মি বরফে প্রতিফলিত হয়ে চোখের গুরুতর ক্ষতি করে।
- **সরাসরি তাপের সংস্পর্শে :** মানুষ ঘরে বা গাড়িতে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিটার ব্যবহার করে। হিটারের ব্যবহার বায়ুর আদ্রতা কমিয়ে দেয়। গাড়ির এয়ার ভেন্ট থেকে নির্গত যে বায়ু মুখের ওপর পরে সেটিও চোখের শুষ্কতা বাড়িয়ে দেয়।
- **সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া :** ভাইরাসঘটিত সংক্রমণের ঝুঁকি শীতকালে বেড়ে যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অ্যাডেনো ভাইরাস চোখের ক্ষতি করতে পারে এবং কনজাংটিভাইটিস হতে পারে।
- **রক্ত সরবরাহের পরিবর্তন :** শীতকালে মানুষের চোখে রক্ত সরবরাহ অনেক সময় কম হবার কারণে ওপর প্রভাব চোখের কিছু ক্ষতি হতে পারে।
- অ্যালার্জিও শীতকালে চোখের সমস্যার একটি সাধারণ কারণ।

কনজান্টিভাইটিস এই সময় যে কোনো বয়সে মানুষকে প্রভাবিত করে কিন্তু প্রায়শই ১ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের বেশি প্রভাবিত করে। এই ধরনের গোলাপী চোখ খুব সংক্রামক এবং প্রায়ই স্কুল এবং অন্যান্য জনাকীর্ণ জায়গার ছড়িয়ে পড়ে।

শীতকালীন চোখের শুষ্কতার বেশ কিছু সমস্যাও তৈরি করতে পারে, যেমন—

- **অস্পষ্ট দৃষ্টি :** শুষ্ক চোখের একটি সাধারণ উপসর্গ হল অস্পষ্ট দৃষ্টি। বেলা বাড়ার সঙ্গে শুষ্কতা বাড়ে, ফলে অনেক সময় দৃষ্টি ঝাপসা হয়।
- **চোখ লাল হয়ে যাওয়া :** চোখের শুষ্কতার কারণে অনেক সময় চোখের সাদা অংশের নীচ থাকা রক্তনালীগুলো ফুলে ওঠার ফলে চোখ লাল হয়ে থাকে। মূলত মেইবোমিয়ান গ্রন্থির প্রদাহের কারণে চোখের এই লালচে ভাব হতে পারে।
- **চোখ থেকে জল পড়া :** চোখ থেকে অতিরিক্ত জল পড়াও শুষ্ক চোখের একটি উপসর্গ। চোখ থেকে জল পড়ার অর্থ হল টিয়ার ফিল্ম চোখকে যথেষ্ট আর্দ্র করতে পারছে না। তাই শরীর শুষ্ক চোখকে আদ্র করতে জরুরি ভিত্তিতে অশ্রু উৎপাদন করে।
- **চোখ ভারী বা ক্লান্ত হয়ে যাওয়া :** চোখের শুষ্কতার কারণে চোখ ভারী হয়ে আসে এবং ক্লান্তি অনুভব হয়। চোখে যখন জলের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হয়ে যায় তখন চোখ বার বার পলক ফেলে চোখের পৃষ্ঠকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। ফলে চোখে ক্লান্তি অনুভূত হয়।
- **আলো সংবেদনশীলতা :** চোখের শুষ্কতায় চোখ আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এই সমস্যাকে ফটোফোবিয়াও বলা হয়। ফটোফোবিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চোখে হঠাৎ জোরালো আলো পড়লে চোখ খুলে রাখা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।
- **চোখে কিছু পড়ার অনুভূতি :** চোখে আদ্রতার ঘাটতি থাকলে চোখে কিছু পড়েছে এমন ধরণের অস্বস্তিকর অনুভূতি আসে এবং চুলকানি আসে।

চোখের সমস্যা এড়াতে এবং চোখকে সুস্থ রাখতে শীতকালে চোখের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য বেশ কিছু করণীয় কর্তব্য আছে, যেমন—

- **চোখকে আর্দ্র রাখতে হবে :** বাতাসে কম আর্দ্রতার কারণে শীতকালে শুষ্ক চোখ একটি সাধারণ সমস্যা। চোখকে আর্দ্র রাখতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা প্রদানের জন্য কৃত্রিম অশ্রু বা লুব্রিকেটিং চোখের ড্রপ ব্যবহার করতে হবে। এটি শুষ্কতা, চুলকানি এবং অস্বস্তি দূর করতে সাহায্য করবে।

- **নিজেকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে :** চোখ সহ শরীরের আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রাখতে সঠিক পরিমাণে জল পান করা অপরিহার্য। প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় থেকে আট গ্লাস জল পান করা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার জন্য আদর্শ এবং শুষ্ক চোখের ঝুঁকি কমায়।
- **সংক্রমণ এড়িয়ে চলতে হবে :** শীতকালে চোখের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে অন্যদের সাথে তোয়ালে বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা এড়ানো উচিত এবং সংক্রমিত ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত।

—এরপর ছয়ের পাতায়

এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় রাহুর দশা

তাপস সামন্ত

মাত্র কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে সরকারি বা সরকার-পোষিত স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হতে পারা বেশ গর্বের ব্যাপার ছিল। বেশিরভাগ জেলা ও মহকুমা শহরের এই সমস্ত স্কুল বা কলেজে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ও প্রতিযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এদেশের সরকার সমস্ত শিশু ও কিশোরকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও প্রচুর সরকার ও সরকার-পোষিত স্কুল বা কলেজ তৈরি করেছে। একইভাবে, শিক্ষায় গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য এবং রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য সংবিধানে শিক্ষাকে যৌথ তালিকাভুক্ত করা হয়। এর পরেও, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা-দান কিংবা শিক্ষা-প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা বা ঘাটতি দূরীকরণের জন্য একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি যৌথভাবেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সামগ্রিকভাবে এইটাই ছিল স্বাধীনতার প্রথম ৫০ বছরে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সরকারি উদ্যোগ। আমাদের চোখে দেখা লেখাপড়া শেখার এই আঙিনাটা আজ ধীরে ধীরে প্রায় পাল্টে গেছে। এখন সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও স্কুল-শিক্ষা বিনিয়োগের ভালো ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই নানা ধরনের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠছে। উঠে যাচ্ছে সরকারি প্রাইমারি স্কুল। ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে সরকার বা সরকার-পোষিত স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। আলোচনা প্রসঙ্গে www.dise.in থেকে প্রাপ্ত নীচের তথ্যটি আমাদের রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বুঝতে ভালোই সাহায্য করবে।

রাজ্য	সাল	সরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা	বেসরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা	সরকারি স্কুলে গড় ছাত্রসংখ্যা	বেসরকারি স্কুলে গড় ছাত্রসংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	২০১০-২০১১	১,৩৪,৮৪,৯১০	১৩,৪৯,৯৬৪	১৭০	১৩২
পশ্চিমবঙ্গ	২০১৫-২০১৬	১,১১,৯৩,৮৮৫	১৬,৬২,০৯৫	১৩৫	১৩১

রাজ্য	সাল	২০'র কম ছাত্র বিশিষ্ট সরকারি স্কুল সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (শতকরা)	২০'র কম ছাত্র বিশিষ্ট সরকারি স্কুল সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (শতকরা)
পশ্চিমবঙ্গ	২০১০-২০১১	১,১৬২	২৭৯.৮	১৩,১৬২	১০৬.৫
পশ্চিমবঙ্গ	২০১৫-২০১৬	৪,৪১৩		২৭,১৭৯	

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে, আমাদের রাজ্যে বিগত দশ বছরে প্রচুর বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যা সরাসরি সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আঘাত করছে। জাতীয় শিক্ষানীতিকে হুবহু মেনে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। একইভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সারা দেশে বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে শুরু হয়েছে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত App Learning জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তে শিক্ষায় ভারতীয়করণের নামে আসলে এক অবৈজ্ঞানিক কূপমণ্ডূক সিলেবাস জোর করে রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, উভয় সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাতে সংশয় হতেই পারে যে, শিক্ষায় সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তোলা কি আসলে শাসকের কর্পোরেটদের জন্য বিনিয়োগের বাজার তৈরি করা?

যদিও শিক্ষা এখনও পর্যন্ত যৌথ তালিকাভুক্ত, তথাপি বিদ্যালয়-শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় সমস্ত প্রকার কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ আজ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে প্রায় কোন রাজ্যেরই আলাদাভাবে পেশাগত (ডাক্তারি / ইঞ্জিনিয়ারিং) শিক্ষায় নিজেদের ভাবনাচিন্তার প্রসার ঘটানোর সুযোগ নেই। সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির পরীক্ষা চালু করার মধ্য দিয়ে কার্যত রাজ্যগুলোর হাত থেকে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আসলে, এই পথে দেশের ব্যাপক চিন্তাশীল শিক্ষাবিদদের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে মুষ্টিমেয় দর্শক বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য দিকে, শাসক দলের মদতপুষ্ট কিছু কর্পোরেট সংস্থা এই সমস্ত পরীক্ষাগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে। পেশাগত শিক্ষা (ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং) বা উচ্চশিক্ষায় সারা দেশে অভিন্ন ভর্তির পরীক্ষার নাম করে আসলে শিক্ষাকে যৌথ তালিকায় রেখেও কীভাবে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তারই এক ঘৃণ্য অপচেষ্টা। স্কুল স্তরের বিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের কোটি, কোটি টাকার বিজ্ঞাপন খরচ করে বোঝানো হচ্ছে, বিজ্ঞান পড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মোটা টাকা রোজগার করা। বিজ্ঞাপনের গরুকে এমনই গাছে তোলা হয়েছে যে, প্রায় ১০০ শতাংশ পড়ুয়াই মনে করছে সবাই বড় ডাক্তার হয়ে মোটা টাকা রোজগার করবে। এখন প্রশ্ন হলো, ডাক্তার হয়ে তাহলে মানুষের সেবা কে করবে? এরই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লক্ষ-কোটি টাকার কর্পোরেট কোচিং ব্যবসা! বড় বড় শহরে উপনগরী (Concentration Camp) তৈরি করে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানের পড়ুয়াকে প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে নামানো কেবলমাত্র কর্পোরেট মুনাফার জন্য। বঞ্চিত করা হচ্ছে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রকৃত আনন্দ থেকে। এইসমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যাপক অসফল ছাত্রছাত্রী, যারা তিন বাচার বারের চেষ্টায় অসফল হওয়ার পরে ব্যর্থ মনে বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় নতুন করে পড়াশোনা শুরু করতে আসে। ভগ্ন-হৃদয় ও পরাজিত-মনের এই সমস্ত পড়ুয়াদের নতুন করে বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় পড়াশোনা করার জন্য কোন ধৈর্যই তখন অবশিষ্ট থাকে না। সেইজন্য সারা দেশেই বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় ছাত্রভর্তির সংখ্যা বেশ কম। আমাদের রাজ্যে ভয়ানক খারাপ অবস্থা! পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা আগের থেকে আরও বেশী। আসলে, তারা যে সর্বতোভাবে বেনিয়া মানসিকতার একটা সরকারের মুনাফালোভী চক্রান্তের শিকার, সেইটা বুঝতেই তাদের জীবনের মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারও নির্লজ্জভাবে বলতে পারে লেখাপড়া শেখানোটা সরকারের কাজ নয়। সরকারের কাজ কি শুধু পরিকল্পনা করে GST আদায় করা?

বিগত কয়েক বছর যাবৎ সরকারের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চশিক্ষায় Gross Enrolment Ratio (GER) 'র উন্নতি হওয়ার কথা বলা হলেও, আসলে তথ্য কিন্তু ভিন্ন মতই প্রকাশ করছে। আর সেই জন্যই All India Survey of Higher Education (AISHE) এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধারাবাহিকভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির শতাংশ নিম্নগামী।

সাল	কলাবিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির %	বিজ্ঞানবিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির %	বাণিজ্য বা অন্যান্য বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির %
১৯৯৩	৪৮	২৮	২৬
২০১৮	৩৬.৪	১৭.১	১৪.১
২০২১	৩৩.৫	১৫.৫	১৩.৯

উপরের সারণী থেকে বোঝাই যাচ্ছে সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার সমস্ত শাখাতেই পড়ুয়াদের আগ্রহ কমেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় আমাদের রাজ্যের পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ। তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি কলেজে ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা কমেছে। যদি বলা হয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই সংখ্যা কম দেখাচ্ছে। তাহলেও দেখা যাবে যে, প্রায় প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত পাঁচ বছরে ছাত্র-ভর্তির হার (%) আগের বছরের থেকে কম। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছাত্র-ভর্তির এই হার অত্যন্ত নিম্নগামী এবং তা কলেজের গুণগত মান নির্বিশেষে সমস্ত ক্ষেত্রেই সত্য। আমাদের রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের কলেজে বাণিজ্য বা অর্থনীতি বিভাগে ছাত্র প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবে, সকলকেই পিছনের সারিতে ফেলেছে আমাদের রাজ্যের গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা বা এই শাখাগুলোতে পড়াশোনা চালু রাখা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। যদিও, কর্পোরেট কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সাম্প্রতিক বাড়বাড়ন্তর বহু আগেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টজেভিয়ারস কলেজ (মুম্বাই) ও রাভেনশ কলেজ (কটক) এর উপর ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সালের ছাত্র-ভর্তির তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত (Current Science, Vol. 4, No. 9, 10.05.2003) নিচের পরিসংখ্যান আমাদের বহু আগেই সজাগ করে দিয়েছিল।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান শাখার ১৯৯০-১৯৯৮ সালের ছাত্র-ভর্তির তথ্য :

বিজ্ঞানেরশাখা	ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পেশাগত শাখায় চলে যাওয়া ছাত্র-সংখ্যা	ছাত্র চলে যাওয়ার হার (%)
বি.এস.সি (জেনারেল-ক)	১০,১০৪	৫,১৩১	৪,৯৭৩	৪৯
বি.এস.সি (জেনারেল-খ)	৭,৩৬৪	৩,৩৬৯	৩,৯৯৫	৫৪
বি.এস.সি (পুনর্গঠিত)	৫,৩৪৮	৩,১১৪	২,২৩৪	৪২
বি.এস.সি (সাম্মানিক)	৩১,২০২	১৬,১৩৪	১৫,০৬৮	৪৮
বি.এস.সি (ফলিত)	৭২০	৫২৫	১৯৫	২৭
গণিত	৪,৩৮৮	২,৩৪৩	২,০৪৫	৪৭
সংখ্যাতথ্য	১,১৫৫	৭৮৫	৩৭০	৩২
উদ্ভিদবিদ্যা	৩,৮৩৬	২,০০০	১,৮৩৬	৪৮
রসায়ন	৫,৯৩৬	২,৭৪৭	৩,১৮৯	৫৪
পদার্থবিদ্যা	৬,৭৬৮	২,৭৫৪	৪,০১৪	৫৯

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৯০-১৯৯৮ সালের ছাত্র-ভর্তির তথ্য :

উপরের সারণী থেকে দেখাই যাচ্ছে যে, গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীরই বিজ্ঞানের সাধারণ শাখা থেকে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় চলে যাওয়ার প্রবণতা আজ থেকে ৩৫ বছর আগেই দেখা গিয়েছিল। এছাড়া মুম্বাইয়ের সেন্টজেভিয়ার কলেজ কিং বা কটকের রাভেনশ কলেজের মত নামী কলেজ থেকেও প্রায় ১৯ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পেশাগত শাখায় চলে যাওয়ার নজির আমাদের দেশে আগেই ছিল। এখন প্রশ্ন হলো বাকি ৫০ শতাংশ অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কি আদৌ উজ্জ্বল করা সম্ভব? বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় পড়াশোনা করে কাজের জন্য তেমন কোন বাড়তি সুযোগ না থাকাই এর অন্যতম কারণ। তবে এটাও ঠিক, বিজ্ঞান যে মানুষের যুক্তি-নির্ভর, তথ্য-নির্ভর, বিশ্লেষণাত্মক মনন গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তাতে কোন গুরুত্বই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। এরপরে ও প্রশ্ন ওঠে, অপেক্ষাকৃত মধ্য-মেধার, অনিচ্ছুক এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভারত সরকার কেনই বা Indian Institute of Science Education and Research (IISER) এর মত একাধিক জাতীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক সময়ে গড়ে তুলল তাও বোঝা যায় না? যদি সত্যিই প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণায় আকৃষ্ট করা না যায় বা উদ্বুদ্ধ করা না যায়, যদি সত্যিই ডাক্তারির মোটা টাকা রোজগার থেকে প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মোহমুক্ত করা না যায়, যদি সত্যিই কর্পোরেট কোচিং নির্ভর মেধা অন্বেষণের বিকল্প পথ দেশের সরকার খুঁজে না পায়, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমাদের দেশের ভবিষ্যতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি?

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কেন প্রযুক্তির বিকাশে বিজ্ঞানের অন্বেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়? সাধারণ ভাবে যেকোন প্রযুক্তি গড়ে ওঠে একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে। যেমন ধরুন, আমরা বর্তমানে যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর চাষবাসের প্রযুক্তিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি তার বৈজ্ঞানিক উৎস কোথায় ? আমরা গবেষণা করে প্রথম জানতে পারলাম গাছের বেড়ে ওঠার জন্য মাটির নাইট্রেট লবণ একান্ত প্রয়োজন। তারপরে জানতে চাইলাম মাটিতে এই নাইট্রেট লবণ আসে কোথা থেকে ? বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আবার জানা গেল মাটিতে অবস্থিত এক ধরণের জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাসকে গ্রহণ করে মাটির মধ্যে নাইট্রেট লবণ তৈরী করে। যা গাছেরা নাইট্রোজেন সার হিসাবে গ্রহণ করে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের মাথায় বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাসথেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরির প্রযুক্তির উদ্ভব হয়। যা থেকে পরবর্তীকালে যাবতীয় অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া জাতীয় সার উৎপন্ন করা হয়। এবং যা একান্তভাবেই আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। একই ভাবে বর্তমান সময়ে আমরা দূষণমুক্ত যানবাহনের জন্য নানা ধরনের EV (Electric Vehicle) গাড়ি তৈরি করে বাজারে নিয়ে আসছি। যা মূলতঃ দীর্ঘস্থায়ী লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উপর নির্ভর করে, এবং শক্তির সংরক্ষণ নীতিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে কার্যোপযোগী করে তোলা হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে EV-প্রযুক্তির সাফল্য বেশি করে পেতে হলে আমাদের যেমন রসায়নের শাখায় আরও উন্নত লিথিয়াম আয়ন পলিমার ব্যাটারির গবেষণা করতে হবে, ঠিকতেমনই পদার্থবিদ্যার শাখায় শক্তি সংরক্ষণের উন্নততর পথ অনুসন্ধান করতে হবে। আবার সেই একই প্রশ্ন, অনিচ্ছুক, দ্বিতীয় সারির মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই গবেষণা কীভাবে সম্ভব? এরপরেও রয়েছে Artificial Intelligence (AI) বা AI-প্রযুক্তি। এই বছরেই আমরা দেখেছি যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রাপকরা মূলতঃ AI-প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, আগামী দিনে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় গবেষণার কাজে AI-প্রযুক্তি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে। এই ধরণের একটি প্রযুক্তি- যা ভীষণ, ভীষণভাবে বিশ্লেষণাত্মক তথ্যনির্ভর। যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর, প্রচুর পরিমাণ তথ্য। আমাদের বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা যদি অংকের ক্লাশ না করতেই চায়, তাহলে আমাদের প্রয়োজনীয় AI-প্রযুক্তির জন্য তথ্যভাণ্ডার কারা সরবরাহ করবে? এমনকি AI-প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে উদ্ভুত সামাজিক সংকট কিংবা প্রয়োগের নৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে কারা চর্চা করবে? যদি আমাদের বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় ছাত্রছাত্রীই না থাকে?

তাই, কয়েক বছর আগে যখন ভারতের পাঠানো চন্দ্রযান চাঁদে অবতরণ করল, আমরা হাততালি দিয়ে বিজ্ঞানীদের অভিনন্দিত করলাম, তখন বলতে ইচ্ছে করেছিল যে, এই সাফল্যের প্রকৃতকারণ—আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম ৫০ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কতকগুলি ক্ষেত্র যথাযথ নির্বাচন করা, বিনিয়োগ করা ও নিরন্তর গবেষণা করা। আর, আজযখন ৪৮,২০,৫১২ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে মাত্র ৫ কোটি টাকা বিজ্ঞানীদের বাৎসরিক সম্মেলন, বিজ্ঞান কংগ্রেসে দেওয়া যাচ্ছেনা বলে বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নানা কৌশলে উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানের সাধারণ শাখায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, দেশের আপামর সমস্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে, তখন সত্যিই আমাদের ভয় হয়! মনে প্রশ্ন জাগে, এইগুলো কি সত্যিই আমাদের মঙ্গলের জন্য? কেন জানিনা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত আমাদের দেশের উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী বর্ণবিদ্বেষ- বিরোধী নেতা—নেলসন ম্যান্ডেলার কথাগুলি মনে করিয়ে দেয় : Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. Patients die at the hands of such doctors. Buildings collapse at the hands of such engineers. Money is lost in the hands of such economists and accountants. Humanity dies at the hands of such religious scholars. Justice is lost at the hands of such judges. Collapse of education is the collapse of a nation.

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ নভেম্বর : রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠনকে একত্রিত করে ১৯৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর কলকাতার মৌলালী যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করে। বিগত আটত্রিশ বছরে জীবনের জন্য বিজ্ঞান, মানুষের জন্য বিজ্ঞান, সমাজের জন্য বিজ্ঞান, শান্তির জন্য বিজ্ঞান, জনশিক্ষার জন্য বিজ্ঞান, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, স্বনির্ভরতার জন্য বিজ্ঞান, দূষণ মুক্ত পরিবেশের জন্য বিজ্ঞান, পরিবেশ বান্ধব কৃষি ও শিল্পের জন্য বিজ্ঞান, সকলের জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য বিজ্ঞান, লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, সৃজনোন্মুখ প্রতিভাবিকাশ ও গবেষণার জন্য বিজ্ঞান, আকাশ দেখার জন্য বিজ্ঞান, শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, মহাজাগতিক অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কম খরচে বাসস্থান তৈরির জন্য বিজ্ঞান, সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্লোগানকে কাজে রূপায়িত করার পথে দেশের সর্ববৃহৎ জন বিজ্ঞান সংগঠনটি ১৯৯১ সালেই ভারত সরকারের স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। গড়ে দু'বছর অন্তর সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী সহ জাঠা পরিক্রমা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে মৃতদের স্বজন ও পীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে সারা দেশব্যাপী সংগঠিত এই জাঠা সারা বিশ্বের নজর কাড়ে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-এর ব্যবস্থাপনায় ৩৫ বছর পর আগামী ২৭-৩০ ডিসেম্বর কোলকাতায় দ্বিতীয়বারের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮তম সারা ভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্য যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শতাব্দী প্রাচীন বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পরাধীন দেশে যা শুরু হয়েছিল কলকাতা থেকেই। সেই প্রেক্ষাপটেই এই কংগ্রেসে যোগ দেবেন সারা দেশ থেকে আগত বিজ্ঞানীরা। আয়োজিত হবে স্মরণাতীত কালের সেরা বিজ্ঞানের প্রদর্শনী, যাতে সমস্ত স্তরের পড়ুয়ারা এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাই এই কংগ্রেস সফল করার আহ্বান জানানো হয় ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে আয়োজিত সভাগুলিতে। বর্ধমান শহরে বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে, কালনা, গুসকরা, গলসী, পানাগড় গ্রাম, দুর্গাপুরের বিধাননগর, নেতাজি নগর, ট্রাঙ্ক রোড, খান্দরা, রানীগঞ্জ, আসানসোল ও কুলটিতে এই অনুষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, কর্মী ও পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখযোগ্য যে কুলটির স্নেহলতা ভবনে ১জন মহিলা সহ ২৯জন রক্তদান করেন এবং ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্রের একাদশ ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভা ও বিজ্ঞান মেধা অভীক্ষার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। ঐদিনেই ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক কনভেনশনের মাধ্যমে রাজা রামমোহন রায় নামাঙ্কিত একটি বিজ্ঞান সভা আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাক্তন উপপ্রধানের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৬ নভেম্বর : দুবারের প্রাক্তন উপপ্রধান বরজাহান শেখের (৭৩) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি মন্তেশ্বরের মৌসা গ্রামের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতদেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ। শেষ শ্রদ্ধা জানান, সৌমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আব্দুল আজীম শেখ, রঞ্জন কুণ্ডু, মানিক শেখ, জসীমউদ্দীন শেখ প্রমুখ। স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর এক পুত্র এবং স্ত্রী বর্তমান। দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম উপপ্রধান নির্বাচিত হন ১৯৮৮ সালে। এই পঞ্চায়েতে দ্বিতীয়বার উপপ্রধান নির্বাচিত হন ১৯৯৮ সালে।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির সরাইটিকর-৩ শাখার সিপিআই(এম) সেখ সালেম দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। ২৮ নভেম্বর সকালে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা নেতা মহবুব আলম, বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক মৃণাল কর্মকার, শ্রীকান্ত ঘোষের উপস্থিতিতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সর্তকতা উপেক্ষা করেই চলছে নাড়াপোড়ানো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ নভেম্বর : বিজ্ঞান কর্মী ও সরকারি সতর্কতা অগ্রাহ্য করেই কালনার বিভিন্ন গ্রামে চলছে ধানের নাড়া পোড়ানো। এ বছরও বর্ধমান জেলাশাসক এবং সরকারি আধিকারিকরা নাড়াপোড়ানোর বিরুদ্ধে মানুষকে সাবধান করেছেন। এমনকি সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে কৃষকদের জানানো হয়েছে। অন্যদিকে পরিবেশের উপর নাড়া পোড়ানোর বিরূপ প্রভাব পড়ার সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়েছে বিজ্ঞানকর্মীরাও। কিন্তু এইসব প্রচার কাজে আসেনি। আর্থিক লাভের জন্য কৃষকরা মাঠে যন্ত্র নামিয়ে ধান কাটছেন। জমিতেই পড়ে থাকা খড় বা নাড়া শুকিয়ে যাওয়ার পর আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। কৃষকদের বক্তব্য ক্ষতি হলেও ব্যয় কমাতে একাজ করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন।

পাখি-চোখ-১০৪

রত্না রশীদ

আজ এক সমমনস্ক বন্ধুর লেখায় এক উল্লেখযোগ্য এবং মনে রাখার মতো বিশ্লেষণ পড়লাম মানুষের 'হুজুগ' বিষয়ে। উনি বলেছেন, আপনি আপনার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কয়েকজন নামজাদা প্রমাণিত ক্রিমিনাল নেতাকে বাড়িতে ডেকে মদ-মোচ্ছব করছেন। ক্রিমিনালগুলি যেহেতু পাবলিক ফিগার, জানাজানি হয়ে গেলেই কিছু সৎ নাগরিক তার প্রতিবাদ করতে আপনার দোতলা বাড়ির সামনে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রতিবাদ করতে লাগলো—শেষের দিকে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হলো। আপনার নিচের তলার ভাড়াটে সাদাসিধে মানুষ, ভাবছে কি হলোরে বাবা, আমি তো কিছু করিনি! ফলাফলে, যেহেতু নিমন্ত্রিত নেতাও আদালতে প্রমাণিত ক্রিমিনালগুলি বহু ক্ষমতায় প্রতাপান্বিত, পুলিশ এসে সৎ প্রতিবাদী নাগরিকগুলিকে এ্যারেস্ট করে চালান দিল। এবার ঢিল ছোঁড়া লোকজন জড়ো করে চিৎকার চেঁচামেচি ইত্যাদির ছবি প্রচারিত হলো। খবরের মিডিয়া ওটাই ফলাও করে প্রকার করলো, কোথাও বিন্দুমাত্র উল্লিখিত হলো না যে আদালতে প্রমাণিত দাগী ক্রিমিনালকে ঘরে আপ্যায়ন করে আরো আরো ভবিষ্যতের দুষ্কর্মের ছক্ বানানো চলছিল। তো, এই হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির বহর। যে যেটুকু দেখায়, সেই দেখেই সর্বজ্ঞের অহংকারে নেত্য জুড়ি। যা সত্য, যা প্রকৃত বাস্তব তা ক্রমশঃ অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

সে কারণেই, ছবি দেখালেই আমি সেটাকে সত্য বলে মানতে পারি না। প্রযুক্তি অ্যাডভান্সমেন্টের সুযোগ নিয়ে কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংগঠন তৈরি করা ছবি দেখিয়ে সমর্থন বা প্রতিবাদ দাবি করলে বিশবার ভাবি যে মৌখিক সমর্থন বা প্রতিবাদ করা যাবে কি না। সত্য-মিথ্যা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আলো-আঁধারী মায়াপটের সৃষ্টি করে চলেছে। এবার যে মতাদর্শের সমর্থক, সেই দলের নেতাদের যে চোখ বুজে সমর্থন করে যাবো, তাতেও বিপদ কি কম! কাল দেখবো চিরশত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসে আছে! নিজেকে আহাম্মক বলে মেনে নেওয়ার চেয়ে বড়ো আত্মগ্লানি আর কি আছে! কোন্‌টা সঠিক পন্থা বলে মানবো, আর সেই আশা নিয়ে বেঁচে থাকবো? আর সবার মতো সাম্যবাদীও যদি হাতে, বাজুতে, গলায় কোমরে পাথর, ঘুনষি, তাগা, মাদুলি পরে বেড়াও টুক্ করে হুজ্‌টি সেরে আসো এবং জনসভায় মাইক ধরে সাম্যবাদের বুক্‌নি ঝাড়ো, তবে তোমার পদস্খলন ঘটেই গেছে। তোমার যাপন আর অনুসরণীয় হতেই পারে না। অন্য আর পাঁচটা ভোগবাদী রক্তচোষার সঙ্গে তোমার কোনো তফাৎ রইলো না। নিরাশ্রয় হলাম আমি। (চলবে)

বন্দনা মণ্ডল প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানাগড় : একবছরের বেশি ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে হার মানলেন কাঁকসার জননেত্রী বন্দনা মণ্ডল (৬৩)। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বর্ধমানের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্য। ১৯৯৪ সালে তিনি পার্টি সদস্যপদ অর্জন করে লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি এবং আমৃত্য পশ্চিম বর্ধমান জেলার কমিটির সদস্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ সংগঠক, সদালাপী সদাহাস্যময়। বাড়ির উঠান থেকে হেঁসেলে পৌঁছে যেতে পারতেন অতি সহজেই। পূর্ব বর্ধমানের চাগ্রামে তাঁর জন্ম। গণআন্দোলনের নেতা প্রয়াত জগবন্ধু হাজরা ছিলেন তাঁর পিতা। উত্তরাধিকার সূত্রেই কমিউনিস্ট চেতনা তাঁর রক্তে। বিবাহসূত্রে আসেন কাঁকসায়। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতির দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। গত ২৮ নভেম্বর কাঁকসা ১নং এরিয়া কমিটির অফিসে তাঁর মরদেহে জেলা নেতৃত্ব সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ ফুল মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর বন্দনা মণ্ডলের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে স্থানীয় মলানদীঘি সনকা হাসপাতালে দান করা হয়।

শীতকালীন চোখের সমস্যা

—চারের পাতার পর

- **হুমিডিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে :** ইন্ডোর হিটার ব্যবহার করার সময় বাতাস থেকে আর্দ্রতা কমে যাবার প্রবণতা থাকে যার ফলে চোখে শুষ্কতা আসে এবং জ্বালা সৃষ্টি হয়। আর্দ্রতা ফ্যাক্টর যথেষ্ট কম হলে ঘরে একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি শুষ্ক চোখকে আর্দ্র করতে সাহায্য করে বিশেষ করে চোখ যখন উষ্ণ বাতাসের সংস্পর্শে আসে। একটি হিউমিডিফায়ার বাতাসের আর্দ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে যা চোখকে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর রাখে।
- **সানগ্লাস চোখের সুরক্ষায় সাহায্য করে :** যারা তুষারময় অঞ্চলে বাস করেন বা যারা শীতকাল কোনও পাহাড়ি জায়গায় যান, যেখানে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে ১০০ শতাংশ UV আলোকে ব্লক করার ক্ষমতা রাখে এমন সানগ্লাস পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। বেশিরভাগ মানুষ ভুলে যায় যে সূর্যরশ্মির উজ্জ্বলতা অনেকটাই বেড়ে যায় যখন এটি তুষারে প্রতিফলিত হয়। আমরা যখন সমুদ্র সৈকত এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলে যাই তখন অনেকটা একই রকম হয়। ভালো মানের সানগ্লাস যা অতিবেগুনি রশ্মিকে ব্লক করার ক্ষমতা রাখে তা চোখের যত্নের জন্য অপরিহার্য। চশমা ঠাণ্ডা এবং বাতাস উভয়ের এক্সপোজার প্রতিরোধ করে কমাতে পারে। জীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে UV আলোর দ্বারা ছানি গঠন এবং রেটিনার সমস্যা হতে পারে। সঠিক চোখের যত্ন এবং সুরক্ষা ছাড়াই কঠোর শীতকালে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির অতিরিক্ত এক্সপোজার চোখের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে।
- **কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারের সর্তকতা :** যারা কন্টাক্ট লেন্স পরেন তাদের বাইরের এক্সপোজার সীমিত করার চেষ্টা করা উচিত এবং আরও ঘন ঘন কৃত্রিম অশ্রু বা লুব্রিকেটিং আই ড্রপ ব্যবহার করা উচিত। শীতকালে নরম কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয় কারণ তারা আরাম দেয় এবং স্পঞ্জের মতো কাজ করে। শীতকালে কন্টাক্ট লেন্সের যথেষ্ট আর্দ্রতার প্রয়োজন হয় এবং যদি তারা শুকিয়ে যেতে শুরু করে, তাহলে লেন্সগুলির আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে এবং এমনকি কন্টাক্ট লেন্সগুলি চোখের সাথে লেগে থাকতে পারে। এটি ব্যথা এবং ঝাপসা দৃষ্টির কারণ হতে পারে। কন্টাক্ট লেন্স যারা পরে থাকেন সেগুলিকে সঠিকভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা উচিত এবং বেশি সময় পরা এড়িয়ে চলা উচিত। শীতকালে চোখ শুকিয়ে গেলে কন্টাক্ট লেন্সের পরিবর্তে চশমা ব্যবহার করাই বেশি যুক্তিসম্মত।
- **স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস :** শীতকালে চোখ ভালো রাখতে হলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। শীতকালে ভিটামিন A, C, এবং E এর পাশাপাশি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া অত্যন্ত দরকার। খাদ্যতালিকায় উপযুক্ত পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **সরাসরি কৃত্রিম গরম হওয়া এড়িয়ে চলা :** প্রবাহিত গরম বাতাসের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে। গাড়ির ভেন্টগুলি থেকে চোখ দূরে সরিয়ে রাখা উচিত এবং বাড়ির ভেন্ট আর ফায়ারপ্লেস থেকে আরও দূরে বসা উচিত।
- **ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত রাখা :** যদি কাজের জন্য এই ডিভাইসগুলি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে নিয়মিত ব্লিঙ্ক করা বা চোখের পাতা ফেলা দরকার এবং কিছুক্ষণ কাজের পর খানিকক্ষণ বিরতি নেওয়া এবং দূরের কোনো জিনিসের দিকে তাকানো দরকার। একটি অ্যাপ ইনস্টল করা যায় বিবেচনা করুন যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্ক্রীন থেকে দূরে তাকানোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেই আমরা এই শীতেও চোখকে ভালো রাখতে পারবো, আর শীতের আমেজও ও উপভোগ করতে পারব।

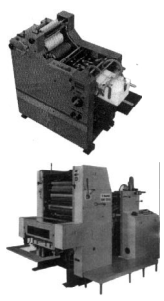

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Natun Chithi Press with assistance of Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-